মান্নাদা : যে নামে ডাকিনি কোনোদিন

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

বছর পঁচিশ আগে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের, আমার হেমাঙ্গদার প্রয়াণের পর একটি লেখার মধ্যে আমারই একটি ছড়া ছিল গান বিষয়ে। আমার প্রিয় আর এক মহান শিল্পী মান্না দে-র প্রয়াণের পর সেই ছড়াটি আবার নতুন করে মনে পড়ছে: গানের মতো গান চাই? / কান চাই আর প্রাণ চাই। / টান চাই আর মান চাই। / দান চাই আর শান চাই। / ছাড়তে হবে ভান, / এমনি করে মিলতে পারে / গানের মতো গান।

ছড়াতে গানের জন্য দরকারি জিনিসপত্রের ফর্দের মধ্যে একটি জিনিসের নাম ছিল না। সেটি হল জ্ঞান। সেই অনুল্লেখেরও উল্লেখ ছিল লেখাটিতে। আমি পরিহাসচ্ছলে লিখেছিলাম, 'আমার নিজের তো জ্ঞানগম্যি কিছু নেই, তাই বোধহয় বাদ পড়ে গেছে।' সেটি কিন্তু আসল কারণ নয়। বাঙলায় 'জ্ঞান' শব্দটি উচ্চারিত হয় 'গ্যাঁন' এর মতো। তাই জ্ঞান শব্দটির অন্য শব্দগুলির সঙ্গে দৃশ্যমিল থাকলেও শ্রাব্যমিল নেই। আর শ্রাব্যমিল বা ধ্বনির মিলটি একেবারে ঠিকমতো থাকা চাই ছড়ায়। এখন মনে হচ্ছে, আর একটা লাইন জুড়ে দেওয়া যেত 'ছাড়তে হবে ভান' লাইনটির আগে— জ্ঞান চাই আর ধ্যান চাই।

জ্ঞানে আর ধ্যানে দৃশ্যমিল না থাকলেও ধ্বনির মিল আছে। আর, এটা তো সত্যি, গানের জন্য জ্ঞানও চাই ধ্যানও চাই। হেমাঙ্গদার কথা ভেবে যে ছড়ার শুরু, মান্না দে-র কথা ভাবতে ভাবতে ছড়াটি যেন পূর্ণাঙ্গ হ'ল। আর একটু ভাবলেই বা ধ্যান দিলেই বোঝা যাবে যে ফর্দের জিনিসগুলি মোটেই ছাড়া-ছাড়া (mutually exclusive) নয়, কখনও একটি আর একটির সঙ্গে জুড়ে আছে, কখনও বা একটি আর একটির উপর নির্ভর করে আছে। সে কথা থাক এখন।

জ্ঞান আসতে পারে মুখ্যত গুরুর প্রশিক্ষণে আর অভিজ্ঞতায়। ধ্যান বা চিন্তার কিছু সূত্র অবশ্যই পাওয়া যায় গুরুর থেকে; অধ্যয়নও নিশ্চয়ই ধ্যানের সহায়ক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধ্যান মগ্ন শিল্পী নিঃসঙ্গ, একাকী।

জ্ঞানাঞ্জন শালাকায় মান্না (প্রাক্-বোম্বাই পর্বে মানা) দে-র চোখ ফোটানোর জন্য গুরুর অভাব হয়নি। ঘরেই পেয়েছিলেন কাকাকে, সে যুগের এবং সর্বযুগের প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতব্যক্তিত্ব, সঙ্গীতানুষ্ঠানে, মঞ্চে, চলচ্চিত্রে স্বচ্ছন্দবিহারী কৃষ্ণচন্দ্র দে-কে। এমন গুরু আর ক'জনের জোটে? এ ছাড়াও জমিরুদ্দিন খানের কাছে ঠুংরি আর দবীর খানের কাছে ধ্রুপদ শিখেছিলেন বলে জানি। আরও কতজনের কাছে শিখেছিলেন জীবনীকারদের কাছে জেনে নিতে হবে। সঙ্গীতজগতে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নানা সঙ্গীত পরিচালক ও শিল্পীর সান্নিধ্য এবং তাঁর নিজের অদম্য কৌতূহল ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার মানসিকতা তাঁর জ্ঞানকে প্রগাঢ় করেছিল নিঃসন্দেহে। এখানে জ্ঞানের সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই জুড়ে আছে কান, টান, দান আর শান-এর অনুষঙ্গগুলি। 'যা হতে চাও তা হবার জন্যে লড়াই করো' এই মনোভাবটি

তাঁর মধ্যে গেঁথে দিয়েছিলেন তাঁর গুরু কৃষ্ণচন্দ্র দে। এক তথ্যচিত্রে কথোপকথনের মধ্যে তাঁকে তাঁর গুরুর গভীর বাণীটি বলতে শুনলাম তাঁর স্বচ্ছন্দ ইংরেজিতে—Don't desire it, you are to deserve it [পাওয়ার ইচ্ছে কোরোনা, পাওয়ার যোগ্য হও, অনুবাদ লেখকের]

কাকার সঙ্গে সহকারী হয়ে বোম্বাই (এখন মুম্বাই) গিয়ে এক বছরের মধ্যে তখনকার জনপ্রিয় গায়িকা-অভিনেত্রী সুরাইয়ার সঙ্গে গান গাইবার সুযোগ এবং তারপর বহু প্রথিতযশা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভিড়ে নিজের অনন্য স্থানটি তৈরি করে নেওয়ার কীর্ত্তি খুব সহজে হবার কথা নয়। He deserved it.

এমনভাবে গান শিখেছিলেন যে, তাঁর নিজের কথা অনুযায়ী, কোনো গান শুনলেই তার স্বরলিপি, তাল, লয় যেন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত। গানের কৃৎকৌশল শুধু নয়, কূটকৌশলও তাঁর আয়ত্ত ছিল। কিন্তু গান গাইতেন এমনভাবে যে সেই কৃৎকৌশল সামনে এসে দাঁড়াত না, তারা পুতুলনাচিয়েদের মতো অদৃশ্য থাকত। মনে হত, এর মধ্যে কোনো ব্যায়াম নেই, অনুশীলন নেই, পরিশ্রম নেই—সবটাই যেন অনায়াস, সাবলীল। গান বলুন, খেলা বলুন, ভাষণ বলুন, আবৃত্তি বলুন, অভিনয় বলুন, সবার পেছনে যে বহুদিনের শ্রমসাধ্য সাধনা আছে, সেই সাধনার শ্রমের ছাপ যদি প্রকট হয়ে পড়ে উপস্থাপনায়, তাহলে ইঙ্গিত সঞ্চার বা communication হয় না। তাই কৌশলের সঙ্গে, বিদ্যাবত্তার সঙ্গে মেশাতে হয় ধ্যানকে, অনুভবকে। কৌশল, বিদ্যাবত্তা অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সামনে আসবে অনুভব। তখন শিল্পকে এক নির্মিত বস্তু মনে হবে না, মনেহবে এক অখণ্ড প্রাণসত্তা—যা হয়ে উঠেছে। অভিজিৎ দা (বিশিষ্ট সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মান্না দে-র স্মরণে টেলিভিশনে প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানে এ কথাটাই চারটি শব্দে বড় সুন্দর করে বলেছেন—শুধু skill নয়, feel) কণ্ঠকৃতি আর অনুভবের সমন্বয়ের নানা দৃষ্টান্তের মধ্যে দু'টি তো এখনই মনে পড়ছে—তাঁর গাওয়া গান 'আমি যে জলসাঘরে বেলোয়ারী ঝাড়', অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ছবিতে, আর 'বড় একা লাগে এই আঁধারে' চৌরঙ্গী ছবিতে।

কাব্যগীতিতে কাব্যের বা কথার অংশটি সুরপ্রকাশের একটি তুচ্ছ মাধ্যম নয়, থলি ঝুলিয়ে রাখার হুক নয়, বা গয়নার বাক্স নয়। বাঙলা গানের দিক্‌পালেরা—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল থেকে শুরু করে জ্যোতিরিন্দ্র, সলিল, সুমন পর্যন্ত সবাই এ কথাটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। আমার নিজের গানে বা কবিতার গীতিরূপান্তরে আমি কাব্যকে যথোচিত মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছি সুরারোপে ও গায়নে। পীযূষদার (বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পীযূষকান্তি সরকার) গায়ন প্রসঙ্গে কথায় একটি সুন্দর শব্দ শুনেছিলাম—শব্দসম্মান। আমার নিজের তো মনে হয়, আমি শুধু গান গাইনা, গান বলি। এ কাজের জন্যও যাঁদের কাছে হাত পেতেছি তাঁদের মধ্যেও মান্না দে বিরাজ করছেন স্বমহিমায়। রাগপ্রধান বাঙলা গানেও তাঁর তুলনা তিনি নিজে। 'এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়' (ভাবতে পারেন, মাতাল চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের ঠোঁট নাড়ায় একদিন রাত্রে ছবিতে সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে) লাল পাগুড়ি বেঁধে সাথে (শান্তিদেব ঘোষের ঠোঁটে এবং তাঁর নাচের সঙ্গে তারাশঙ্করের কথায়, সম্ভবত সুধীন দাশগুপ্তের সুরে) 'আমি আগন্তুক' (উত্তমকুমারের ঠোঁটে, আর কিছু মনে নেই) গানগুলি

শুনলে বোঝা যায় নাট্যকৃতি সমৃদ্ধ গায়নে বাক্‌প্রধান বা 'বাগাশ্রয়ী' বাঙলা গান কাকে বলে। পরিসর ও জ্ঞানের অভাবের জন্য হিন্দি বা অন্য গানের উল্লেখ করছি না।

'মান্না দে' উচ্চারণ করলে (রেডিও সিলোন-এর গ্রন্থক আমিন সাহনি বলতেন 'মান্নাডে') মান শব্দটি সামনে আসে। মান মানে মাপ বা মাত্রা; আবার মান মানে সম্মান। আমি এখনও ওঁর গাওয়া এমন কোনো গান পাইনি যেখানে মনে হয়েছে এখানে একটু মাপের বাইরে চলে গেছেন—তাঁর কণ্ঠচাতুর্যের প্রদর্শনের চেষ্টায়। এ কাজ অনেক বিশিষ্ট শিল্পীই করেছেন এবং এখনও করছেন চটজলদি শ্রোতাদের চিত্তজয়ের আশায়। মাত্রাবোধ কাকে বলে বুঝে নিতে যাঁর গান শুনতে হবে মন দিয়ে তিনি মান্না দে। এই মান বা মাত্রার কথা আমার ছড়ার ফর্দেও আছে। ছড়ার রোগ এখনও ছাড়ছে না আমাকে। ছড়াতেই বলি, মান যাঁর নাদে, তিনি মান্না দে।

মান মানে যদি সম্মান হয়, সেখানেও মান্না দে এক দুর্লভ মানুষ। সম্মান পেয়েছেন যেমন, সম্মান দিতেও জানতেন। সমকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী গায়কদের (মহম্মদ রফি, হেমন্ত, কিশোরকুমার, মুকেশ, তালাত মাহ্‌মুদ প্রমুখ) প্রতি তাঁর আন্তরিক অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ও প্রশংসা ভাবীকালের শিল্পীদের কাছে আদর্শ। মন থেকে মান যিনি দিতে পারেন তিনিই হতে পারেন মনের মানুষ, মানের মানুষ। তাঁর পরের প্রজন্মের শিল্পীদের শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। টেলিভিশনে প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী অজয় চক্রবর্তীর মুখে শুনেছি, তিনি মান্না দে-কে প্রণাম করতে গেলে তিনি অজয়ের গাওয়া একটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'কে কাকে প্রণাম করবে?'

এই অকিঞ্চনও একবার তাঁকে প্রণাম করার সুযোগ পেয়েছিল। মান্না দে এসেছিলেন বারীনদার [ড. বারীন রায়—বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক] ওয়াটার্লু স্ট্রিটের চেম্বার সংলগ্ন হলে একটি সিডি প্রকাশের জন্য। আমন্ত্রণ পেয়ে আমিও গিয়েছিলাম। সিডি-তে যাঁদের গান ছিল, তাঁরা গান গাইলেন। আমি ভাবলাম, আর দেখতে পারব কিনা জানি না, প্রণাম করে আসি। প্রণাম করলাম। পাশে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি প্রতুলের গান শোনেননি? ও কিন্তু এক অন্য ধারার গায়ক। প্রতুল, একটি গান শোনান তো।' আমার একটি গান শুনে মান্না দে বলে উঠলেন, 'আপনি তো খুব talented লোক মশাই, আপনি এমন সুরে গাইছেন, গলা তুলছেন, fade out করছেন। বাইরের কোনো সাহায্য না নিয়ে আপনি যা করলেন, তার জন্য অনেক সাধনার দরকার। You have not been properly utilised. ব্যাঙ্গালোরে আপনাকে ডাকলে আপনি আসবেন?'

আমি চোখের জল লুকোবার চেষ্টা করিনি। আজও ভাবলে চোখে জল আসে। যে ক'দিন বেঁচে আছি, আপনার কাছে অবশ্যই আসব, মান্নাদা (যে নামে ডাকিনি কোনোদিন)। আপনার গানের কাছে আসাই তো আপনার কাছে আসা।

আমার জীবনেও তো সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মান্না দে-র একটি গান আমার বড় প্রিয়। কিন্তু সেটি গলা ছেড়ে গাইলে স্ত্রী রাগ করেন। কেন করেন, বুঝতে পারি। যদি জীবনের শেষ দিনেও গাইতে পারি, তবে অবশ্যই গাইব তারাশঙ্করের লেখা মান্না দে-র গাওয়া গান—

তোমার শেষ বিচারের আশায় আমি বসে আছি।
রাজা, তোমার দেউড়িতে শেষ বিচারের আশায়। ❑